

মেলোনির হাতে ‘মেলোডি’ টফি তুলে দিলেন মোদি!

রোমে বৈঠকের ফাঁকে হাসিতে ফেটে পড়লেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান

সংবাদ সংস্থা, রোম, ২০ মেঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির গম্ভীর নোটবুকে এবার লেখা হল দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এক দারুণ মিষ্টি মুহূর্ত। পাঁচ দেশ সফরের পঞ্চম তথা শেষ দফায় বুধবার ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেখানে পৌঁছানোর পর ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির হাতে ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় ‘পার্লো মেলোডি’ চকলেটের একটি প্যাকেট উপহার হিসেবে তুলে দিলেন তিনি। আর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই হলকা মেজাজের হাসি-চাঁটা ও মিষ্টি আদানপ্রদানের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। পাঁচ দেশ সফরের শেষ চরণে ইতালির রাজধানী রোমে পা রাখতেই বন্ধু তথা ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে রোম ঘুরিয়ে দেখান খোদ মেলোনি। প্রধানমন্ত্রীকে ঐতিহাসিক কলোসিয়াম দেখান। গভীর আলোচনাও করতে দেখা যায় তাঁদের। দু’জনে একসঙ্গে নৈশভোজও সেরেছেন। মেলোনির সঙ্গে একাধিক ছবিও পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, কখনও গাড়িতে



কীভাবে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়-সে বিষয়ে আমাদের কথোপকথন এগিয়ে যাবে। এর আগে জর্জিয়া মেলোনিও এক্স-এ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘রোমে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জর্জিয়া মেলোনির জন্য বিশেষ উপহারও নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মেলোনি। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ‘পার্লো মেলোডি’ চকলেটের বড় প্যাকেট দেখা গিয়েছে। চকলেটের প্যাকেট

হাতে সেই বিশেষ মুহূর্তের ভিডিওটি নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে শেয়ার করে মেলোনি লিখেছেন, ‘উপহারের জন্য ধন্যবাদ’। ভিডিওতে মেলোনিকে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে শোনা যায়, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের জন্য একটা উপহার এনেছেন... দারুণ, দারুণ একটা টফি!’ পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে প্রধানমন্ত্রীর মোদি জবাব দেন, ‘মেলোডি! এরপরই দু’জনে চকলেটের প্যাকেটটি ক্যামেরার সামনে তুলে ধরে একসঙ্গে হেসে গুঞ্জন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং মেলোনির বন্ধুত্বের সীমাকরণকে নোটজেরারা দীর্ঘদিন ধরেই



চেপে গন্তব্যের পথে, কখনও আবার খোলা ব্যাককানিতে দাঁড়িয়ে কলোসিয়ামেও একসঙ্গে ছবি তোলেন তারা। জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে কয়েকটি ছবি শেয়ার করে এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, ‘রোমে নামার পর প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এরপর আমরা ঐতিহাসিক কলোসিয়াম পরিদর্শনে যাই। সেখানে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চমৎকার মতবিনিময় হয়েছে।’ আজকের আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে নিজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজ আমাদের পরবর্তী আলোচনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, যেখানে ভারত-ইতালি বন্ধুত্বকে

‘মেলোডি’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে উদ্‌যাপন করে আসছেন। মেলোনি এবং মোদি, দুই পদবী মিলিয়ে ওই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন অনেকেই। ঘটনাক্রমে ভারতে ‘মেলোডি’ নামের চকলেট অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফলে সেই তুলনায় ও উঠে আসে ঘুরেফিরে। বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনে ছিল ‘মেলোডি ইতনী চকলেটটি কিউ হ্যাঁ!’ প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং মেলোনির ‘বন্ধুতা’ নিয়েও ওই ট্যাগ লাইনের ব্যবহার চোখে পড়ে। তারে এবার খোদ প্রধানমন্ত্রীই ওই চকলেট নিয়ে হাজির হলেন। মেলোনি ভিডিওটি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই তাইরাল হয়ে গিয়েছে। অনেকেই ওই ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেছেন। প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন বহু মানুষ।

পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা জানা জরুরি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ মেঃ দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা কত, কেন্দ্রীয় সরকারের তা জানা দরকার। সমাজকল্যাণ মূলক পদক্ষেপের জন্য এটা জরুরি। এই যুক্তি দেখিয়ে জাতিগণনার বিপক্ষে জমা পড়া আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। দেশে জনগণনার সঙ্গে যাতে জাতিগত গণনা না হয়, এই



মর্মে সুপ্রিম কোর্ট আবেদন জমা পড়েছিল। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেন্ধে তা নিয়ে শুনানি হয়। সেখানে বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। শীর্ষ আদালত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত কি উচিত নয়, তা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত।’ তবে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির স্বার্থেই সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য থাকা উচিত।

বিধানসভায় তৃণমূলের প্রথম কর্মসূচিতেই অর্ধেকের বেশি বিধায়ক অনুপস্থিত! কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর সাফাই দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মেঃ রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল ও নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রথমবার বিধানসভা চত্বরে বড়সড় রাজনৈতিক কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যভূতে তৃণমূল কবী-সমর্থকদের ওপর লাগাতার হামলা, রাস্তার গ্যাসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং তড়িদ্ভিত হকার উচ্ছেদের মতো গুচ্ছ ইস্যুকে সামনে রেখে বুধবার বিধানসভার অন্দরে আবেদনকার মূর্তির পাদদেশে এক অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন দলের পরিষদীয় দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ ঘোষ-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু এই কর্মসূচিতেই তৈরি হল এক চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ছাঁবাশিরের ভেটো বিপুল হারের পর দলের প্রথম পরিষদীয় কর্মসূচিতেই গরহাজির রইলেন অর্ধেকেরও বেশি তৃণমূল বিধায়ক! যা নিয়ে রাজনৈতিক

মহলে তীব্র গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিধায়কদের অনুপস্থিতির বিষয় তো রয়েছেই, তার সঙ্গে আরও একটি বিষয় নজর কেড়েছে রাজনৈতিক মহলের। এদিনের কর্মসূচিতে একাধিক স্লোগান উঠেছে তৃণমূল বিধায়কদের তরফে। কিন্তু লক্ষণীয়, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ’, ‘তৃণমূল জিন্দাবাদ’ স্লোগান উঠলেও, একবারের জন্যও গুঞ্জন ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ’ স্লোগান! সাম্প্রতিক সময়ে অভিষেকের ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা দলীয় স্তরে হচ্ছে, এটি তারই প্রতিক্রিয়া বশে মনে করা হচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়কের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৮০ জনে। কিন্তু বুধবার আবেদনকার মূর্তির নীচে অবস্থানের শুরুর দিকে সেই ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৩১ জন! পরবর্তীতে আরও ৬ জন এসে যোগ দেওয়ায় উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৮-এ। তৃণমূল বিধায়ক! যা নিয়ে রাজনৈতিক

কর্মসূচিতে বিধায়কদের এই নগণ্য উপস্থিতি এবং সিংহভাগ নেতার অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই নতুন সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলনের তীব্রতা ও দলের ভেতর হওয়া এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঢাকা দিতে পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘আমাদের বহু বিধায়কের নিজের নিজের এলাকায় ভোট পরবর্তী মারাত্মক রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে নতুন শাসকদল। বহু জায়গায় দলের সাধারণ কর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন। এমনকি

তৈরি হওয়া এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঢাকা দিতে পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘আমাদের বহু বিধায়কের নিজের নিজের এলাকায় ভোট পরবর্তী মারাত্মক রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে নতুন শাসকদল। বহু জায়গায় দলের সাধারণ কর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন। এমনকি

আমাদের দলের কেন্দ্রীয় ‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম’ বা তথ্য অনুসন্ধান কমিটিও আজ রাজ্যের বিভিন্ন উপক্রান্ত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছেন। সেই সমস্ত জরুরি কারণে এবং নিজের নিজের এলাকার কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর গুরুদায়িত্ব থাকার ফলেই দলের বেশ কিছু বিধায়ক আজ কলকাতার এই কর্মসূচিতে সময়মতো উপস্থিত থাকতে পারেননি। প্রসঙ্গত, রাক্ষে সরকার বদল হতেই তোলাবাজি, সিঁড়িকট রাজ, সাধারণ মানুষকে হুমকি, মারধর এবং এমনকি গভীর রাতে পথচলতি ট্রাকে ও গাড়িতে ডাকাতের ব্লপ্টিং তৈরি করার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূলের পরিষদীয় মেজ ও ছোট নেতারা গণহায়ে প্রেক্ষভার হতে শুরু করেছেন। গত চারদিন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টায় রাজ্যের চার প্রান্তে যেভাবে একের পর এক প্রথম সারির নেতার ওপর পুলিশি আক্রমণ ও প্রেক্ষভারি বড় উঠেছে, তাতেই কার্যত কোণঠাসা ঘাসফুল শিবির। ওয়াকিবহাল

মহলের মতো, জোড়াফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব একে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বললেও, পুলিশের কাম। থেকে বাঁচতে দলের বিধায়কদের একাংশ এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে রাজনীতি এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর গুরুদায়িত্ব থাকার ফলেই দলের বেশ কিছু বিধায়ক আজ কলকাতার এই কর্মসূচিতে সময়মতো উপস্থিত থাকতে পারেননি। প্রসঙ্গত, রাক্ষে সরকার বদল হতেই তোলাবাজি, সিঁড়িকট রাজ, সাধারণ মানুষকে হুমকি, মারধর এবং এমনকি গভীর রাতে পথচলতি ট্রাকে ও গাড়িতে ডাকাতের ব্লপ্টিং তৈরি করার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূলের পরিষদীয় মেজ ও ছোট নেতারা গণহায়ে প্রেক্ষভার হতে শুরু করেছেন। গত চারদিন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টায় রাজ্যের চার প্রান্তে যেভাবে একের পর এক প্রথম সারির নেতার ওপর পুলিশি আক্রমণ ও প্রেক্ষভারি বড় উঠেছে, তাতেই কার্যত কোণঠাসা ঘাসফুল শিবির। ওয়াকিবহাল

রথীন ঘোষকে আবার তলব করল ইডি, আগামী সোমবার হাজিরার নির্দেশ



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ মে : পুরনিয়োগে দলীত মামলার রাজ্যের প্রান্তঃন মন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষকে আবারও তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁকে। আগামী সোমবার (২৫ মে) সর্কটসেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে রথীনেকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পুরনিয়োগে দুর্নীতিতে অতীতে একাধিকবার রথীনেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। ভোটের কারণ দেখিয়ে বার বার হাজিরা এড়িয়েছিলেন তিনি। তবে গত ১৫ মে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। প্রায় ১০ ঘণ্টা তাঁকে জেরা করা হয়। আবারও সোমবারকে তাঁকে পুরনিয়োগে মামলার জিজ্ঞাসাবাদ করতে তলব করা হয়েছে।

ফলতায় পুনর্নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে, ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে রওনা ভোট কৰীরা

ফলতা, ২০ মে : বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা। বিধানসভার পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বুধবার জোরকদমে চলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিআরসি-তে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব। ইতিমধ্যে-সহ ভোটারের সরঞ্জাম নিয়ে পোলিং বুথের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ভোট কৰীরা।রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় গত ২৯ এপ্রিল ভোট নেওয়া হয়েছিল ফলতায়। কিন্তু, একাধিক অনিয়মের কারণে এই আসনের ভোট নাজিরবিহীনভাবে বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। তাই বৃহস্পতিবার হতে চলছে পুনর্নির্বাচন। এই আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান ইতিমধ্যেই ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে জানি।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে নজরকাড়া সাজে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ



মুম্বই, ২০ মে : কান চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যে নজর কা।লেন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। সেই সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে ফ্যাশন আইকন হিসেবে নিজের অবস্থানকে আরও মজবুত করলেন তিনি। সোমবার মিরাকেলস গালা ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন জ্যাকলিন। সেখানে তাঁর প্রথম লুকটি প্রকাশে আসতেই নেটপায়ে উঠেছে প্রশংসার ঝড় বিশেষ সন্ধ্যার জন্য জ্যাকলিন বেছে নিয়েছিলেন ‘ক্যারোলিন ক্যুটিউর’-এর একটি চমককার পোশাক। পোশাকটিতে অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক গ্ল্যামারের এক অপরূপ মেলবন্ধন দেখা গেছে। টেক্সচার্ড ডিটেইলিং এবং ফিটেড সিলুয়েটের এই পোশাকে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন।

অলংকার হিসেবে তিনি বেঁচে নিয়েছিলেন হিরের গয়না, যা তাঁর রেড কার্পেট লুকে যোগ করেছিল এক রাজকীয় ভাব। কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই উপস্থিতি তাঁর সাফল্যের তালিকায় মাইলফলক হিসেবে রয়ে গেলো। বলিউড তারকা যে স্ট্রোবাল ফ্যাশন ফেভারিট হয়ে ওঠার এই যাত্রায় জ্যাকলিন তাঁর আন্তর্জাতিক স্টাইল স্টেটমেন্ট দিয়ে আবারও মুগ্ধ করলেন বিশ্ববাসীকে। প্রসঙ্গত, মিরাকেলস গালাকে কানের সবচেয়ে এজঙ্কু সিড ফ্যাশন ইভেন্টগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। এবারের আসরে বেলা হান্দি, ডেমি মুর এবং আর্জিথানা লিমার মতো। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকাও উপস্থিত ছিলেন। তবে সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো এই ইভেন্টে একমাত্র ভারতীয় তারকা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুলি শুধুমাত্র সন্ধান বিষয়ে গ্রহণ করা হয়। এই যোগ্য ভাবে সরঞ্জামের স্পেশাল ক্রয়ি আশ্রয়ে নির্দেশ অনুম্বাধী খপা হচ্ছে।

সিওলে প্রতিরক্ষা কূটনীতিতে নতুন বার্তা, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে বৈঠকে রাজনাথ সিং

সিওল ও নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ মেঃভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Rajnath Singh। দক্ষিণ কোরিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে বুধবার সিওলে সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Ahn Gyu-back-এর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ইতিমধ্যেই ‘ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ’ রয়েছে। সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সম্পর্ককে আরও কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক করে তুলতেই দুই দেশের প্রতিরক্ষা নেতৃত্ব নতুন রূপরেখা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলের মত। বৈঠকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা উপাদন এবং তথ্য আদানপ্রদান সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে।বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় রাজনাথ সিং জানান, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিরক্ষা



ক্ষেত্রে সাইবার সহযোগিতা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বিনিময় করেছে। তিনি বলেন, দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর মতে, এই সহযোগিতা শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককেই মজবুত করবে না, বরং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, সামরিক তথ্যভান্ডার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে

সাইবার হামলার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার এই নতুন সমঝোতা দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পর্যায়ে পৌঁছে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।এর আগে বুধবার সকালে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে পরিদর্শন করেন রাজনাথ সিং। সেখানে দেশের জন্য আত্মবলিদানকারী সেনা সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি। নীরবতা পালন করে শহিদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এই অনুষ্ঠান সহযোগিতা সেই বৃহত্তর কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা কৌশলেরই অংশ।

২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে বায়ুসেনাকে প্রথম সুখোই-৩০ দেবে এইচএএল



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ মে : ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য কেনা নতুন ১২টি সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান সরবরাহের সময়সূচি নির্ধারণ করল হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (এইচ এএল)।গত মঙ্গলবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন চুক্তির অধীনে প্রথম যুদ্ধবিমানটি ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। বাকি ১১টি যুদ্ধবিমান ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষে পর্যায়ক্রমে বায়ুসেনার বহরে অন্তর্ভুক্ত হবে।এই যুদ্ধবিমানগুলি বায়ুসেনার হাতে পৌঁছানো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গত কয়েক দশকে দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন কারণে যে সংখ্যাগত ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা অনেকটাই পূরণ হবে।এইচএএল-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক আর্থিক পর্যালোচনা বৈঠকে সংস্থার অধিাপারিত্রা জানান, ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য ১২টি উইন-ইঞ্জিন

মাল্টিরোল সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এইচএএল-এর সঙ্গে প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকার চুক্তি সাই করেছে।এই যুদ্ধবিমানগুলিতে ৬২.৬ শতাংশ দেশীয় উৎপাদন ব্যবহার করা হবে এবং মহারাষ্ট্রের নাসিক ডিভিশনে এগুলির নির্মাণকাজ চলছে। সংস্থার দাবি, এই প্রকল্প ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করবে।এইচএএল সূত্রে খবর, উপাদানের প্রাথমিক ধাপ ও সরবরাহ ব্যবস্থার সময়ই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সময়মতো যুদ্ধবিমান সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংস্থা তাদের অ্যাসেম্বলি লাইনও পুনর্বিন্যাস করেছে। বর্তমানে সুখোই-৩০ এমকেআই ভারতীয় বায়ুসেনার সবচেয়ে বড় যুদ্ধবিমান বহরের অন্যতম প্রধান শক্তি।বহুমুখী এই যুদ্ধবিমান আকাশযুদ্ধ ও সাহাযী স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রসারিত করার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, জোর দিয়ে বলেন।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ভারতঃজে পি নাড্ডা



জেনাভা, ২০ মে : গুণমানসম্পন্ন ও সাম্রথী স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রসারিত করার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, জোর দিয়ে বলেন। দেশীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৭৯-তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে সম্প্রতি ‘স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেন, ‘সরকারের সম্মিলিত’ এবং ‘সমগ্র সমাজের’ সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে ভারত গুণমানসম্পন্ন ও সাম্রথী স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রসারিত করার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর জন্য আমরা ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন করেছি, যেগুলো হলো আয়ুস্মান আরোগ্য মণ্ডির। আয়ুস্মান ভারত ডিজিটাল মিশন ৮৮ কোটিরও বেশি স্বতন্ত্র

হয়।কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এশিয়া অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উপাদন, প্রযুক্তি বিনিময় এবং আগামী দিনে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উপাদানের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক শুধু অর্থনীতি বা বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রেও দুই দেশ ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা বািয়েছে। সেই ধারাবাহিকতাতেই রাজনাথ সিংয়ের এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত একদিকে যেমন নিজস্ব প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে বিভিন্ন কৌশলগত অংশীদার দেশের সঙ্গে সম্পর্কও জোরদার করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে এই নতুন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সেই বৃহত্তর কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা কৌশলেরই অংশ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এসটিএফ-এর বড়সড় সাফল্য, ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৫০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ মে : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) রাজ্য জুড়ে এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। রাজ্যব্যাপী এই বাসা অভিযানে এখনও পর্যন্ত মোট হয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতে পেশ করা হবে। বৃধবার দুপুরে এসটিএফ-এর তরফে জারি করা একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চালানো এই তল্লাশিতে মোট ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, যার মধ্যে ৭ এমএম -এর আটটি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল রয়েছে। অস্ত্রগুলির পাশাপাশি ওই এলাকাগুলি থেকে ১৫০ রাউন্ড তাজা কার্তুজও বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।এসটিএফ-এর পুলিশ সুপার অমিত অনুরাধা মণ্ডল এই সফল অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সোর্স নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে এই অত্যন্ত গোপনীয় ও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রের কারবার এবং চোরচালান রুহতে এই ধরনের বিশেষ অভিযান আগামী দিনেও লাগাতার জারি থাকবে। এই চক্রের শিকার কতদূর তা জানতে এবং আরও অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।এসটিএফ সূত্রের খবর, রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রের জোগান বন্ধ করা এবং যেকোনো ধরনের নারকতামূলক বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের ছক বাতালন করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের নেটওয়ার্ক এবং এর মূল সরবরাহকারীদের খোঁজ পেতে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

রোমে প্রধানমন্ত্রীকে উষঃ অভ্যর্থনা প্রবাসীদের, মৌদীকে স্বাগত জানালেন জিওর্জিয়া

রোম(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা), ২০ মে : পাঁচ দেশীয় সফরের অন্তিম পর্যায়ে ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাতে রোমে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঊর্দ্ধে অভ্যর্থনা জানান প্রবাসী ভারতীয়রা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতালির রোমে যে হোটেলে থাকছেন, সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে সমবেত হন প্রবাসী ভারতীয়।নৃত্য ও সঙ্গীত-সহ বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অভিবাদন জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র



মৌদীকে বারাদশীর ঘাটের চিত্র সম্বলিত একটি ছবিও উপহার দেওয়া হয়। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিওর্জিয়া মেলনিও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এক্স মাধ্যমে তিনি লেখেন, রোমে স্বাগতম, বন্ধু!

এবার ঋণ শোধের পালা, উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাগদোয়ারায় নেমে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানানেন, এ বার ঋণ শোধের পালা। তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে বিজেপির পাশে উত্তরবঙ্গ। সরকারে আসার পর বিজেপির দেওয়া সব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে।এবার থেকে প্রতিমাসে উত্তরবঙ্গ পৌঁছে যাবে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এদিন উত্তরবঙ্গবাসীকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গ বারবার বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মৌদীর হাতকে শক্তিশালী করেছে। উত্তরবঙ্গে কাজ করে আমরা জনগণের আবেক্ষণ পূরণ করব। উত্তরবঙ্গ থেকে আমাদের মন্ত্রীরা সপ্তাহে একবার ‘জনতা দর্শন’ (জনগণের সঙ্গে আলাপচারিতার অধিবেশন) করবেন



প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁরা চলমান প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করবেন এবং নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবেন। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইচ্ছাকের কাজ প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করব, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি এইমস, একটি আইআইটি এবং একটি ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

কেরলমের প্রোটোম স্পিকার হলেন জি সুধাকরণ, তিনিই শপথবাক্য পাঠ করাবেন বিধায়কদের

তিরুুনন্তুপুরম(সংবাদ সংস্থা), ২০ মে : কেরলম বিধানসভার প্রোটোম স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন জি সুধাকরণ। তিনিই নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করবেন। বুধবার সকলে লোকভবনে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জি সুধাকরণকে বিধানসভার প্রোটোম স্পিকার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান কেরলমের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরসেকর। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডি ডি সতীশন। কেরলমের নবনির্বাচিত বিধায়কদের এবার শপথবাক্য পাঠ করানেন জি সুধাকরণ। সুধাকরণ বৃহস্পতিবার নির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। শুক্রবার স্পিকার নির্বাচন বা হওয়া পর্যন্ত তিনি বিধানসভার সভাপতিত্ব করবেন।বুধবার লোক ভবনে অনুষ্ঠিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডি ডি সতীশন এবং রমেশ চেলিথানা, পি সি বিশ্বনাথ, রোজি এম জন, বিদু কৃষ্ণ, এ পি অনিলকুমার ও ও জে জনিশ-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

শিয়ালদহ ও হাওড়ায় হকার উচ্ছেদে খুশি যাত্রীরা, অনেকেই চাইছেন পুনর্বাসনও

কলকাতা, ২০ মে : সম্প্রতি কলকাতার দুই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে ব্যাপকহারে হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। রেলের এই পদক্ষেপে দ্বিধাবিভক্ত যাত্রীরা। কেউ কেউ জানাচ্ছেন, এই পদক্ষেপে তারা খুশি। রেলকে জানাচ্ছেন সাধুবাদ। আবার কেউ কেউ বলছেন, হকারদের সংসারই চলবে কী করে? তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত।যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভিড় কমানোর লক্ষ্যে রেল প্রশাসন সম্প্রতি হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে বড় ধরনের হকার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। স্টেশন দিলিয়ে প্রায়৫০০টিরও বেশি অবেধ মালিক ও স্টল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান



পথগুলিতে এবং প্ল্যাটফর্মে হকারদের দোকান থাকার কারণে সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতে তীব্র সমস্যা হচ্ছিল। সেই কথায় কথায় রেখেই এই হকার উচ্ছেদ।রেলের এই পদক্ষেপে যাত্রীদের একাংশ খুশি। অনেকেই স্বাগত পদক্ষেপ বলছেন। আবার যাত্রীদের মধ্যেই কেউ কেউ বলছেন, পুনর্বাসনের কথা ভাবা উচিত রেলের। তাঁরা বলছেন, দরিদ্র হকারদের এভাবে উচ্ছেদ করা হলে তাঁদের সংসার চলবে কী করে! তবে, হকার উচ্ছেদের ফলে যাত্রীদের সমস্যা কিছুটা হলেও কমেছে। ব্যস্ত সময়ে ভিড়ও তুলনামূলকভাবে কমেছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা যায়।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে বিধানসভায় তৃণমূলের ধনী, স্লোগান তুললেন কুণালরা

কলকাতা, ২০ মে : সম্প্রতি হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাতে যাত্রীরা খুশি হলেও নানা মহলে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। হকার উচ্ছেদের নিন্দা করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এরপর বুধবার বিজেপির সুলোভাজার সংস্কৃতি, জোর করে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং সংবিধান বাঁচানোর দাবিতে বুধবার বিধানসভা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা। এ দিন বিধানসভা চত্বরে বি আর অম্বেকরদের মূর্তির নীচে এই বিক্ষোভ চলে। বিধায়কদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে কলার রঙের প্ল্যাকার্ড। কুণাল ষোষ-সহ অন্যান্য বিধায়করা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

রাশিফল

মেসঃআজ মেঘ জন্য দারুণ একটা দিন। চারপাশে পঙ্জিভিত এনার্জি ঘুরছে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাস আর অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার সম্পর্কগুলো ও আরও মধুর হবে প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো সময়ে মন আনন্দে ভরে যাবে।

বৃষঃ কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। মিশুনঃআজকের দিনটা মিথুনদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি একটু চাপের হতে পারে, যার জন্য আপনি অস্থিতি অনুভব করতে পারেন। শুভ দিন হতে পারে **কর্কট রাশি** :বহিরাঙ্গণ খেলাধুলার সঙ্গে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগড়া হতে পারে আর সেটা কেট পর্বতে পারবে।

সিংহঃআজ সিংহদের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের এনার্জি একটু নেগেটিভ মনে হচ্ছে, যার কারণে আপনি কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। **কন্যাঃ** আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। এটি এড়ানো নিশ্চিত করুন অন্যথায় আপনাকে পরে অনুভব করতে হবে।
তুলাঃ ইতিবাচক ভাবনা আর এনার্জি আপনার মনে ভরবে, যার জন্য আপনি বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে ভাল সময় কাটাতে পারবেন। **বৃশ্চিকঃ** যেহেতু আপনার নিয়ন্ত্রণ উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য বজায় রাখুন।

ধনুঃ আজ ধনুর জন্য খুবই ইতিবাচক আর উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। আজ আপনার জীবনে নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার সম্পর্কের মধ্যে মিল আর বোঝাপড়া বাড়বে, আর আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চাইবেন। আর্থিক উন্নতি। **মকরঃ** কন্যাপুত্র দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। তবে, আপনার সহায়তা আপনার আর্থিক অবস্থার দুর্বল করতে পারে। অর্থ ব্যয় কুণ্ডলআজকের দিনটা কুন্তদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ভূমি বিবাহটি আর দৃষ্টিভ্রান্ত করতে পারেো, যা আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। **মীনঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাচিত হওয়ায় আপনার মনত্ব অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। ঘরে উসবের বাতাবরণ আপনার উত্তেজনা কম করবে। সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি হলেও অস্বস্তি চহমে! তাদের তেজ ও আর্দ্রতার অস্বস্তিতে দুর্বিষহ অবস্থা। আপাতত ঝড়ি নিয়ে কোনও সুখবর নেই। আদ্যমালিক যে জলীয় বাষ্প বর্ষার সহায়ক হয়েছে, সেই জলীয় বাষ্পই এখন অস্বস্তি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে পশ্চিমবঙ্গে। তাপমাত্রা এখনও তেমন বেশি নাই। বেশির ভাগ জায়গায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে। তবে আর্দ্রতার কারণে হাঁসফাঁস অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের। তবে এই অস্বস্তি এখনই কাটছে না দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর জানানছে, আগামী সাত দিন রাজ্যে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়ায় কালো সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমে আবার গরমের জন্যও সতর্কতা রয়েছে। পুরুলিয়া, বাকুড়ায় শনিবার পর্যন্ত গরমের জন্য সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সকালে কলকাতার সরনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি। আওপক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৫মিনিট।
ভাটা-বেলা ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫১ মিনিট।
সূর্য:উদয় সকাল ৫টা ০৪মিনিট হতে ৩৬মিনিট পর্যন্ত এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৯মিনিট হতে পারে।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল কয়েকশো হকার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২০ মেঃ জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হলো কয়েকশো হকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গঠনের পর থেকে শিয়ালদহ, হাওড়া, সোনারপুর, লদীকান্তপুর সহ একাধিক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বে আইনি বাসা হকার উচ্ছেদ করেছে রেল। আর ইতিমধ্যে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার বারুইপুর জয়নগর মজিলপুর রথপুরার সহ একাধিক স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা করার আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। দিন দিন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের জায়গা হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় সাধারণ ট্রেন যাত্রীদের যাতায়াত, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো, ট্রেন থেকে নামা ও ওঠার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর সে সব দিক দেখে রেল দপ্তর প্ল্যাটফর্মে অধেশ ভাণ্ডে গভিয়ে ওঠা হকারদের তুলে প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগায়। শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার জয়নগর মজিলপুর একটি ব্যবস্থামত রেল স্টেশন। সুন্দরবনের কুলতলি, মেপীঠ ও জয়নগর এলাকার মানুষের যোগাযোগের রেলপথ এই জয়নগর-মজিলপুর। জয়নগর মজিলপুর স্টেশন এলাকায় ১২০০-র অধিক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে হকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে রেল প্রশানন তাদেরকে ২০ মেরে মধ্যে উঠে যাওয়ার নোটিশ জারি করে। তার ফলে হকারদের মধ্যে প্রকল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বৃথবার সকাল ৮টা থেকে প্রায় সহস্রাধিক হকার জয়নগর মজিলপুর রেল স্টেশনে জড়ো হয় এবং মিছিল শুরু করে। এই মিছিল দুঃশ্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে সিনেমাভলা-রথতলা হয়ে স্টেশনে ফিরে আসে। তাদের দাবি আমরাও রেলের উন্নয়নের শরিক হতে চাই কিন্তু পুনর্বাসন না দিয়ে কোন একাধিক হকারকে ও উচ্ছেদ করা চলবে না। এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা হকার ইউনিয়নের নেতা ঝিলান্য সরদার, লক্ষণ হালদার, নূরনবী হালদার, শেরিফ তালুক। একই ভাবে সিউ ইউনিয়নের তরফে পুলক বসু সহ নানান গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিন এই মিছিল এবং বিক্ষোভ অবস্থান চলতে থাকে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

জরায়ুমুখের কানসার রোধে এইচপিডি টিকাকরণ কর্মসূচি

দূরস্বভাবা, সুমন দে, ২০ মে ঃ জরায়ুমুখের কানসার রোধে রাজ্যে এইচপিডি টিকাকরণ কর্মসূচি খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, কলকাতা পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের বিজ্ঞিতদের জানানো হয়েছে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিডি সংক্রমণের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরায়ুমুখের ক্যান্সার হয়। এই ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ ফেব্রুায্যরি রাজস্থানের আজমেরে জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। তার পর থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে ধাপে ধাপে এই টিকাকরণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এবার তা চালু হতে চলেছে।দরকার নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৪ বছর বয়সী সমস্ত কিশোরীকে এক ডোজ করে ‘গার্ডিল-৪’ টিকা দেওয়া হবে। শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেই এই টিকাকরণ হবে। যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোল্ড চেন ব্যবস্থা, নিষ্টি মডিক্যাল অফিসার, ইন্টারনেটে সংযোগ এবং কম্পিউটার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেই এই পরিষেবা মিলবে। টিকাকরণ শুরুর আগে প্রত্যেক উপভোক্তার নাম ‘ইউ-ইউন’ পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভিভাবকের সম্মতিও নিতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে স্বাস্থ্য দপ্তর

দূরস্বভাবা, সুমন দে, ২০ মে ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে স্বাস্থ্য দপ্তর চিকিৎসা সক, স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালে কে, কখন, কোথায় ডিউটি করবেন তার একদম আগের রোস্টার সমস্যা স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম ধাপে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, এস এস কে এম,নাশানাল মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং আধিকার মেডিকেল কলেজ, হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের এই নিয়ম মেনে চরতে হবে বলে সুপার, অধ্যক্ষদের নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে। প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে আগাম রোস্টার পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। হাজিরার কার্যসূচি রূপেত সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যোমেরট্রিক অ্যারেন্জেসে আবশ্যিক করা হয়েছে। জরুরি বিভাগে বদানো কার্যেরা স্বাস্থ্য ভবন থেকে মন্টরিং করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে জরুরী বিভাগে একজন মেডিকেল অফিসার ও সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকের পরিবর্তে একজন অতিরিক্ত সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার চিকিৎসকের পাশাপাশি ২৪ ঘন্টার জন্যে একজন চিকিৎসক থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

অভিষেকের সম্পত্তি বিতর্কে নাম জড়াতেই বিস্ফোরক সায়নী, ‘প্রমাণ ছাড়া বদনাম করলে আইনি পদক্ষেপ’

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ মে ঃ গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার কেন্দ্রে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। এরই মাঝে নতুন করে বিতর্কের আগুন ঘি ঢেলেছে ওকটি ফ্ল্যাটের যৌথ মালিকানা নিয়ে ওটা প্রশ্ন। একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, কলকাতার সেভেন

ট্যাক রোডের একটি ফ্ল্যাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি নাম রয়েছে যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ-এরও। আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার নজরে বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট ৭৭টি সম্পত্তি রয়েছে। সেই তালিকার মধ্যেই উঠে এসেছে ১৯ডি, সেভেন ট্যাক রোডের একটি ফ্ল্যাটের নাম। অভিযোগ, ওই সম্পত্তির মালিকানা কবি রয়গেছন অভিষেক ও সায়নী ঘোষ নামে দুই ব্যক্তি। এরপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বিশেষ করে, যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের সঙ্গে এই সম্পত্তির সম্পর্ক আপোে রয়েছে কিনা, তা নিয়েই তৈরি হয় জল্পনা। এই পরিস্থিতিতেই বৃথবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ খোলেন সায়নী ঘোষ। দীর্ঘ পোস্টে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘কয়েক জায়গায়

সরকারি হাসপাতালগুলিতে কড়া নিরাপত্তা, নজরদারিতে কলকাতা পুলিশ; অবৈধ পার্কিং ও অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশে কড়াকড়ি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ মে ঃ কলকাতার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালকে আরও সুরক্ষিত ও আধুনিক করে তুলতে বড়সড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি হাসপাতালগুলিতে আশঙ্কি, ভাঙচুর এবং নিরাপত্তা ঘাটতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিবেশ

বিস্তৃত করার মতো ঘটনায় এবার থেকে কড়া নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশ। প্রয়োজনে জরিমানা থেকে জেল-দুই বাবস্কেই নেওয়া হতে পারে বলে সুত্রের খবর। এই নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় শহরের পাঁচটি বড় সরকারি হাসপাতালকে নিশেভাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এসএসকেএম, নীলরতন, আর জি কর, নাশানাল মেডিক্যাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সেখানে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোড়ার কক্ষে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায়

প্রতিটি হাসপাতালে রাখা হবে ওয়ারারলেস সেট, যাতে কোনও রকম আশঙ্কি বা জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতালের সুপার, অধ্যক্ষ, স্থানীয় থানার আধিকারিক, ডিভিশনাল অফিসার এবং লালবাগের কন্স্টেবল রফের মতায় সারানি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত পদক্ষেপ করাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, হাইড্রান্ট এবং জরুরি নিরাপত্তা সরঞ্জাম সবসময় সাজানো থাকবে।

হাওড়া পুরসভায় এসে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ মে ঃ বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার আগে হাওড়া পুরসভায় এসে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। বৃথবার দুপুরে হাওড়া পুরসভায় আয়োজিত ওই বৈঠকে সাফাই, নিকাশি, জল সরবরাহ, পার্কিং, ড্রেনেজ, রাস্তা, বিক্তি, আলো, কর মূল্যায়ন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ এদিনের বৈঠকে হাওড়া পুরসভার ‘খাদ এবং য্যান পাওয়ার’ এর সমস্যার দ্রষ্টান্ত প্রলভভাবে উঠে আসে। তা সত্ত্বেও আগামী দিনে সমস্ত দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার বার্তা দেন রুদ্রনীল। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াব্রূরভাবে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষের চাহিদা, প্রত্যাশা অনেক। অনেক কাজই বাকি। আমাদের উদ্দেশ্য, সরকারের কাজ গ্রাউন্ড লেবেলে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সমন্বয় প্রয়োজন। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ দীর্ঘদিন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। একদিনেই সেই সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যদিও সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও বন্ধুদের হাত বাড়িয়ে কাজ করার অভিপ্রায় নিয়েই আমরা এগোতে চাইছি। সামনেই বর্ষা। তাই সেইদিককে লক্ষ্য রেখে জল নিকাশির ক্ষেত্রে যত্নবাহীন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি জঞ্জাল সাফাই, প্রতিটি বৃদ্ধকটির পাশায় জল পরিষ্কৃত দেওয়া, রাস্তাঘাট, আলো প্রভৃতি সকল বিষয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রুদ্রনীল বাবু বলেন, বিগত দিনে শহরে কোনও কাজ হয়নি। তাই হাওড়া শহরের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। জল নিকাশি থেকে আরম্ভ করে পুর এলাকার যাবতীয় সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। তিনি হাওড়ার সমস্যার ব্যাপারে যথেষ্ট গোঝিবিহ্বাল। সমস্যার সমাধানে তিনি একগুঁড়ি নির্দেশ দিতে পারেন। রুদ্রনীল বলেন, হাওড়া পুরসভায় মূল সমস্যা কর্মীর অভাব এবং প্রকল্প রূপায়ণে অর্থের অভাব। নতুন সরকারের পক্ষ থেকে এই দিকটায় দৃষ্টিপাত করা হবে। তবে হাতে জড়ু দন্ড নেই যাতে সব সমস্যা রাতারাতি সমাধান হয়ে যাবে। ধাপে ধাপে নিকাশি থেকে প্রত্যেকটি সমস্যা মোটামোটা কাজ চলবে। তিনি আরও বলেন, শিবপুর বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যাবে। এই ওয়ার্ড কমিটিতে স্থানীয় মিলিয়ারা এবং শিক্ষিত অরাজনৈতিক নাগরিকরা থাকবেন। নাগরিক সমস্যা সমাধানে তাদের ভূমিকাও



দেখলাম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়নী ঘোষ যৌথভাবে ১৯ ডি-সেভেন ট্যাক রোড, কলকাতা ৭০০৩০ ঠিকানার একটি সম্পত্তির মালিক। কিন্তু সেখানে যোগাযোগের জন্য কোনও নম্বর নেই। আমি বলতে পারছি না ইনি কে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সেই সায়নী ঘোষ নন, যিনি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। রাজনীতি থেকে আজ পর্যন্ত কোনও অপ্রত্যাশিত লাভ করেননি। মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করেছে এবং আমি ‘কৃতজ্ঞ’। সেখানেই তিনি আরও লেখেন, ‘আমি আমার

ভোটারদের জন্যেতে চাই, আমার নির্বাচনী হলফায়ামায় আমার সম্পত্তির বিবরণ দেওয়া আছে। যারা কোনও প্রমাণ ছাড়াই আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন-এখনই থামুন!’ ঋণিয়ারি দিয়ে সায়নী বলেন, ‘আমি এক ছাড়ব না। ভুলোয় খবর ছড়ানোর জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ‘ঘোষ’কে ভয় দেখানো যাবে না। আমি কবিগুরুর দেশের মানুষ।’ রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন বলেও ব্যাংগী উল্লেখ করেছেন যাদবপুরের সাংসদ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও বিতর্কের জেরে এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি।



এবং প্রবেশপথে চলবে তজ্জাশি। রোগীর আত্মীয়দেরও ভিজিটিং আওয়ার্স ছাড়া হাসপাতাল চত্বরে অবধা ঘোরায়েরা করতে দেওয়া হবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালের ভিতরে বাইরের যানবাহনের প্রবেশকেও কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। হাসপাতাল চত্বরে অবৈধ পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রোগীর পরিবার, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্টি গাড়িই হাসপাতালের ভিতরে রাখতে দেওয়া হবে। পাশাপাশি হাসপাতালের প্রধান গেটগুলির সামনের এলাকা হুমকুস্ত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যাতে জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে কোনও বাধা না আসে। এছাড়াও আগামী একমাসের মধ্যে হাসপাতালের সমস্ত বেরিফারি নিরাপত্তারক্ষী, আত্মহু্য্যাস পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। হাসপাতালজুড়ে চিকিৎসক, নার্স ও রোগীদের সুবিধার জন্য দুশামান স্থানে বড় করে হেজেলানি নব্বো ট্যাগনোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে সরকারি হাসপাতালগুলিকে আরও সুরক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত এবং রোগীবান্ধব করে তুলতেই এই নতুন উদ্যোগ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সন্দেশখালিতে বড়সড় অভিযান, শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী গ্রেপ্তার; ইডি হামলা কাণ্ডে নয়! মোড়

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করাছে বিরোধী শিবির। কলকাতা থেকে শুরু করে জেলার পর জেলায় একের পর এক রাজনৈতিক বদলা-কর্মীর গ্রেপ্তারি ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সেই আবহেই এবার ফের চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি এলাকায়, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা একাধিক মামলার সূত্র ধরে বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ। রেশন দুনীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় প্রায় সাড়ে তিন বছর পর গ্রেপ্তার হওয়ায় শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী গ্রেপ্তার হওয়া দুই নেত্রী হলেন সবিতা রায়, যিনি বসিরহাট তৃণমূল সংগঠনিক জেলার সভানেত্রী এবং সন্দেশখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী পদে দীর্ঘদিন, এবং মিঠি সর্দার, যিনি সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই এই দুই নেত্রীকে েপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর রাতেই তাঁদের সন্দেশখালি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বৃথবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয়। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, হৃদতরে হেফাজতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যাতে

ঘটনার নেপথ্যে থাকা আরও তথ্য ও সম্ভাব্য যোগসূত্র সামনে আনা যায়। তদন্তকারীদের দাবি, শুধু ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনাই নয়, ভোট পরবর্তী হিসাব-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে হৃদতরে বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, ২০১২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকার বিজেপী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাতেও তাঁদের ভূমিকা ছিল। সেই সময় থেকেই সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে, যা পরবর্তীতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারি রেশন দুনীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকরা সন্দেশখালিতে গেলে তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগে অনুযায়ী, ওই সময় তদন্তকারীদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং আধিকারিকরা আহত হন। এবং মিঠি সর্দার পর থেকেই এলাকার রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। অনুদিকে শাসকদের একাধের মনো, দীর্ঘ সময় পর এই গ্রেপ্তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সব মিলিয়ে সন্দেশখালির এই গ্রেপ্তার রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। তদন্ত যত এগোবে, ততই এই ঘটনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে আসতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

বিজেপি করার অপরাধে দোকানে আগুন ধরানোর অভিযোগ

দূরস্বভাবা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ২০ মে ঃ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার হাসনাবাদ থানার বায়লানি বাজার এলাকার ঘটনা। বায়লানি বাজারে নিতাই দাস নামে এক বিজেপি কর্মীর দোকানে মঙ্গলবার গভীর রাতে লোকনে আগুন ধরে যায়। এলাকার মানুষ বুঝতে পেরে চিৎকার চৌচৌমেটিতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে একত্রিত হয়ে গ্রামবাসীরা। তাদের প্রচেষ্টায় জল দিয়ে তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর চেষ্টা হলেও তা বিফলে যায়। দোকানটি পুরোই ভূস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনায় দোকান মালিক নিতাই দাস ও তার পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি-আগের দিন তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের একটা কথা কাটাকাটি হয় এবং উত্তেজনা তৈরি হয়, পুলিশ এসে ঘটনা সামাল দেয়। তারপরেই রাত্ত নিতাই দাসের দোকানে আগুন। তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপ- প্রধান শহিদুল সেন ও তার মঙ্গলবের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে। যদিও এই তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনোরকম বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শহিদুল শেখ বাড়ি ছাড়া। বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন ধরানোর ঘটনায় বৃথবার সকালে তৃণমূলের উপপ্রধান শহিদুল শেখের গ্রেপ্তারি দাবিতে বায়লানি বাজার বন্ধের ডাক দিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং বাজারের ব্যবসায়ীরা। ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার পুলিশ বাহিনী।

‘চা পে চক্র’এ শান্তি, সম্প্রতি, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও মানবতার বার্তা

দূরস্বভাবা, অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ২০ মে ঃ আমতা শহরের প্রাণকেন্দ্র আমতা বাসস্ট্যান্ড - এ মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্যা, অভাব - অভিযোগের কথা শোনের উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের নব নির্বাচিত বিধায়ক চিরণ বেরা। তিনি বলেন,যে কোনো ধর্ম শান্তি, সেরা ও মানবতার যে মহান আশ্র্শ মানুষের সামনে তুলে ধরে, তা সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেই আশ্র্শকে হৃদয়ে ধারণ করেই সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার আর ও দৃঢ় হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়ক আর ও বলেন, ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সন্ধীভূতির বন্ধন আরও অটুট ও সুদৃঢ় হবে। এই রকমটা করছেন তিনি। পাশাপাশি উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন, এলাকার মানুষের সুখ - শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁর এই সফর কে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ‘চা পে চক্র’-র আয়োজন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমতার এই বাসস্ট্যান্ডে আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য সুষ্টিধর মাম্মা চা বিক্রি করে সংসার জীবন নির্বাহ করেন। এবারের বিধান সভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা, কর্মী ওনার দোকান ভাঙচুর করে। সুষ্টিধর মাম্মা আমাদের কাছে ঘটনার কথা জানিয়ে বলেন, আমতা বাস স্ট্যান্ড আমতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আমতা জনসংযোগ করার জন্য নির্বাচন করে ‘চা পে চক্র’ কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছি। ওনার কথায় আমরা আমতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আমতা বাসস্ট্যান্ডে এই কর্মসূচি পালন করছি। তিনি এও বলেন, আমরা হিসারি রাজনীতি চাই না। আমরা মনে করলে এ ঘটনার পর কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী, কর্মী, সমর্থকদের বাড়িতে হামলা করতে পারতাম। আমরা তা করি নি। আমরা এলাকায় এলাকায় শান্তি, সম্প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে চাই। আমরা রাজনীতির উদ্দে উঠে সমস্ত মানুষের সুখে - দুঃখে পাশে থাকতে চাই। বিভিন্ন এলাকায় আমরা ‘চা চক্র’-এ মাধ্যমে জনসংযোগ আর ও নিবিড় করতে চাই। এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমতা বাসস্ট্যান্ডের পরিকাঠামো উন্নত মানের করে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস পরিষেবা আর ও উন্নত করে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাস চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমতা রাজ্য অন্ন বর্ষায় ভুবে যায় এর মূল কারণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক নেই। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে ড্রেন ওগুলো সংস্কার করা হবে। আগামী বৎসরের মধ্যে আমতা বাসস্ট্যান্ডে বিদ্রুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে আমতার যানজট নিরসনের জন্য যারা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অন্যত্র ব্যবসা করার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ৫ বছরে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র জুড়ে উন্নয়ন করা হবে। আমতা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ এর পরিকাঠামো আধুনিক করে। চিকিৎসা পরিষেবা ও পঠন- পাঠন সহ শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। স্কুল - কলেজের শিক্ষার পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে মানান পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করবে। ফতপুর আশ্রমের পরিবেশকে আশ্রমিক পরিবেশ করে তোলার পাশাপাশি আরও উন্নয়ন মূল কাজ করা হবে। তিনি বলেন, আমি আমার নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের বার্তা দিতে চাই আপনারা এলাকায় এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন। সাম্প্রদায়িক হিস্রায় নিজেদের জড়াবেন না। কোনো রকম উজ্জনি মূলক কথা, আচরণ করবেন না।

স্বাদে আল্লাদের পক্ষ থেকে সমর্থিত হলেন ড স্বপন দাশগুপ্ত



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ মে ঃ স্বাদে আল্লাদের পক্ষ থেকে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক ডঃ স্বপন দাশগুপ্তকে সম্মান ও অভিনন্দন জানানো হল! শহরের কেন্দ্রস্থলে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় প্রতিষ্ঠানটি ডঃ দাশগুপ্তকে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভেচ্ছা জানান এবং তার সফল নির্বাচনী যাত্রা ও জগৎগণের প্রতি প্রতিক্ষিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সংস্থার অধিকর্তা শুভাশিস সেনগুপ্ত বলেন, ‘আমরা ডঃ স্বপন দাশগুপ্তকে তাঁর নতুন দায়িত্বে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। রাসবিহারীর জনসম্মারণের স্বার্থে তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সেবা আরও এগিয়ে যাবে - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌতম সুব্রহ্মণ, অমিয় সামন্ত এবং সাংগঠনিক প্রতিনিধিরা, যারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নতুন বিধায়ককে প্রতি অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়েছেন। ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানে বলেন, ‘জগৎগণের আস্থা ও সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাদের প্রত্যাশা পূরণে আত্মার্ত হয়ে কাজ করবো।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, রাসবিহারী এলাকায় সামাজিক পরিকাঠামো স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের ওপর তাঁর দৃষ্টি থাকবে।

বিশ্ব মৌমাছি দিবস পালন করা হলো নিমপাট কে বি কে তে

দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ মে ঃ বৃথবার বিশ্ব মৌমাছি দিবস পালন করা হলো নিমপাটে। রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এদিন পালিত হয় বিশ্ব মৌমাছি দিবস। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৫০ জন মৌমাছি পালক, কৃষক ও কৃষি উপকরণ বিক্রেতা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। আধুনিক মৌমাছি পালনে রোডটেনিয়ার বিখ্যাত মৌপালক অ্যান্টনি জকার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার স্বার্থে পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব মৌমাছি দিবস পালন করা হয়। খাদ্য সুস্বাদু, জীব বৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্য তত্ত্বের ভাৱসাম্য বজায় রাখতে মৌমাছিরের গুরুত্ব অপরিসীম। নিমপাট রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিস্ত বিজ্ঞানী ও প্রধান ড চন্দন কুমার মন্ডল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৌমাছিরের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মৌমাছিরের বাঁচাতে কৃষি বিয়ের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত উপ কৃষি অধিকর্তা ও বিশিষ্ট পঙ্গবদ্বি, ড কিংবের সাহা। তিনি সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থায় মৌমাছিরের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, কৃষকরা ফসল ও মৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে দু-ধিকে থেকেই লাভবান হন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্য সুরক্ষাবিদ ও মৌমাছি বিশেষজ্ঞ, ড প্রবীর কুমার গরাই বলেন, আধুনিক মৌমাছি পালনের বিজ্ঞানসম্মত দিক গুলি তুলে ধরে সকলকে মৌমাছিপালনে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সমাজের সকলস্তরে মধ্যে মৌমাছিরের গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার ও আহ্বান করেন। বিশেষভাবে তিনি চাষিদের অনুপ্রেরণ করেন যেন তারা তাদের জমিতে মৌমাছিরি বান্স বাসতে যান না দেন এবং গাছে ফুল আসার সময় কৃষি বিষ প্রয়োগ না করেন। আমরা সকলে মিলে এই উপকারী পতঙ্গগুলির অবদানের কাজ মাথায় রেখে এর পালনে ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হলে এই দিনটির পালন সার্থক হবে।

দারিদ্র্য হার মানল জেদের কাছে; WBCS পাস করে নজির নদীয়ার রিষভের

দূরস্বভাবা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২০ মে ঃ সংসারে তখন নুন আনতে পাভ্রা ফুরায় অবস্থা। বাবার চিকিৎসার খরচ জোগাতে একে একে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল ঘরের তাত। টিনের বেড়ার ছোট ঘরে চেয়ের সামনে প্রতিনিয় লড়াই করতেন মা। সেই অভাব, কষ্ট আর অনিশ্চয়তার মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা ছোটেনিই আজ ডব্রুবিসিএস পরীক্ষায় সফল। নদীয়ার ফুলিয়ার রিষভ বসাক এখন বচ্ তরুণের অনুপ্রেরণা। শান্তিপুর থানার ফুলিয়া পাড়াপাড়ার বাসিন্দা রিষভের জীবনটা শু্য থেকেই ছিল সংগ্রামের। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবাকে হারায় সে। পেশায় তাতশিল্পী আশুতোষ বসাক দীর্ঘদিন রায়ড সুগার, হেপাটাইটিস-সহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসার খরচ সামলাতে পারিে পরিবারকে একে একে বিক্রি করতে হয়েছিল। তাঁদের জীবিকার প্রধান ভরসা - তাঁত। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রায় এগারো বছর আগে মৃত্যু হয় আশুতোষবাবুর। আর তারপর থেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে মা লিপিকা বসাকের কাঁধে। চড়কায় সুতো কাটার সামান্য আয়ে কেনিওরকম সংসার চালানোর পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনাও থাকতে দেয়াত তিনি। টিনের বেড়ার ছোট ঘরে বসে মানিয়ে প্রতিনিয়ন হলে লড়াই খুব কাছ থেকে দেখেছে রিষভ। ছোট থেকেই তাই নিজের মনে একটাই জেদ তৈরি হয়েছিল; বাকদিন বড় হয়ে মায়ের সমস্ত কষ্ট দূর করবে। অভাবের সংসারেও পড়াশোনায় কখনও পিছিয়ে পড়েনি সে। ফুলিয়া শিক্ষা নিকেতন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৩২ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শান্তিপুর থেকে থেকে অল্পে অল্পে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে রিষভ। এরপর গুরু হয় ডব্রুবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি। ২০২৩ সালে পরীক্ষায় বসে সে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সম্প্রতি প্রকাশিত ফলাফলে সি গ্রুপে সফল হয়েছে রিষভ বসাক। খুব শীঘ্রই কামাধিলা ট্যাঙ্গ অফিসার পদে যোগ দিতে চলেছে সে। তবে এখানেই থেমে যেতে চায় না ফুলিয়ার এই যুবক। সরকারি চাকরি পেলেও এখনও তার চোখ আরও বড় লক্ষ্যে। চাকিরর পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে চায় রিষভ। স্বপ্ন একটাই; একদিন IAS অফিসার হয়ে মানুষের জন্য কাজ করা। আজ রিষভের সাফল্যে গর্বিত গোটা এলাকা। প্রতিবেশীদের কথায়, ‘ওর সাফল্য শুধু একটা চাকরি পাওয়ার গল্প নয়, এটা লড়াই জিতে ওঠার গল্প।’ টিনের ঘরের সেই ছোটোটার গল্প এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শোখাচ্ছে বচ্ তরুণ-তরুণীনা।

রথীন ঘোষকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ মে ঃ রাজ্যের বহুল চর্চিত পূরনিয়োগ দুনীতি মামলায় নের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রাজ্যের প্রাক্তন কর্মী তথা মধ্যমভ্রাত্মের বিধায়ক রথীন ঘোষ। নতুন করে তাঁকে তলব করল এনসেপ্লেরস্টেট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী সপ্তম নভেম্বর, অর্থাৎ ২৫ মে সন্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে তাঁর কাছে। এই তলবকে ঘিরে নের সরারন হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলা। জানা গিয়েছে, পূরনিয়োগ দুনীতি মামলার তদন্তে রথীন ঘোষকে এর আগেও একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। তবে ভোটের বাস্ততা সহ নানা কারণ দেখিয়ে তিনি সেই সময় হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। যদিও গত ১৫ মে তিনি অবশেষে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির সামনে হাজির হন। সেদিন প্রায় ১০ ঘট্টা ধরে তাঁকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। ইডি দফতরে প্রবেশের সময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, কেন তাঁকে ডাকা হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি অগণত নন। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আরও তিন দিনেও মতব্বা না করেই স্থান ত্যাগ করেন। তদন্ত সুদে বরিয়েও জানা গিয়েছে, পূরনিয়োগ দুনীতি মামলায় দক্ষিণ দদদম পুরসভায় বেআইনি ভাবে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করার অভিযোগকে কেন্দ্র করেই মূলত এই তদন্ত এগোচ্ছে। অভিযোগ, প্রায় ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম একটি তালিকার মাধ্যমে বেআইনি ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছিল। ইডির সন্দেহ, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের যোগ থাকতে পারে এবং দুনীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ বিভিন্ন ব্যাক্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই একাধিক ব্যাক্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এই একই মামলার প্রেক্ষিতে গত ১১ মে ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার পরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুজিতকোে। সেই ঘটনার পর থেকেই তদন্তের গতি আরও বাড়ায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। একের পর এক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের আ

অফবিট

চারজন মেয়ের একটি গ্রুপ কীভাবে কাঁপাচ্ছে গ্লোবাল ফ্যাশন দুনিয়া? ব্ল্যাকপিন্কে‌র উত্থানের কাহিনি জাদুকরী

বি. ভট্টাচার্য

আপনি পপ কালচারের খোঁজখবর রাখুন বা না রাখুন, সোশ্যাল মিডিয়া ঘাটলে এই চারজন তরুণীর মুখ আপনার চোখে পড়েনি, এমনটা প্রায় অসম্ভব। জিসু, জেনি, রোজে এবং লিসা- এই চার কন্যাকে নিয়ে গঠিত দক্ষিণ কোরিয়ার গার্ল গ্রুপ ব্ল্যাকপিন্ক আজ শুধুমাত্র একটি গানের দল না, বরং বিশ্বজুড়ে এক অভাবনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নাম। ২০১৬ সালে যখন তারা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে এই চারজন সাধারণ মেয়ে একদিন শুধু বিলবোর্ড চার্টেই নয়, গ্লোবাল ফ্যাশন দুনিয়াতেও কার্যত একচ্ছত্র রাজত্ব করিবে। বর্তমানে প্যারিস ফ্যাশন উইক হোক বা মেট গালা- ব্ল্যাকপিন্কে‌র উপস্থিতি ছাড়া যেন সব আয়োজন অসম্পূর্ণ। বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর গ্লোবাল অ্যান্ডাসেডের হিসেবে আজ তাঁরা যা প করেন, তা মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্বে ট্রেন্ড হয়ে যায়। কিন্তু এই জাদুকরী সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে এক দীর্ঘ ও চরম কঠোর লড়াইয়ের ইতিহাস। দক্ষিণ কোরিয়ার এক ছোট ট্রেনিং রুম থেকে শুরু করে বিশ্ব ফ্যাশনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়ার এই ব্ল্যাকপিন্ক ফ্যাশন ইমপ্যাক্ট বা ফ্যাশন জগতে তাঁদের অভাবনীয় প্রভাব কীভাবে তৈরি হলো? আসুন, আজ সেই চমকপ্রদ এবং অজানা উত্থানের কাহিনির পাতা উল্টে দেখা যাক।

চার দেশের চার কন্যাঃ ব্ল্যাকপিন্ক তৈরির নেপথ্য কাহিনি

একটি গানের দল কীভাবে একটি বিশ্বিক ব্র্যান্ড হয়ে উঠল, সেই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই চারজন সদস্যের শেকড়ের মধ্যে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত বিনোদন সংস্থা ‘ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট’ যখন নতুন একটি গার্ল গ্রুপ তৈরির পরিকল্পনা করে, তখন তাদের লক্ষ্য শুধু কোরিয়া ছিল না, তারা চেয়েছিল এমন একটি দল গড়তে যারা গোটা বিশ্বে কানস্টে করতে পারবে। আর সেই লক্ষ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিশনের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় চারজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেকের প্রতিভাকে।

তাদের এই চারজনের চার জায়গা থেকে উঠে আসার কাহিনিটি সত্যিই চমকপ্রদ

জিসু। দলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য কিম জিসু হলেন একেবারে খাটি কোরিয়ান। দক্ষিণ কোরিয়াতেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ২০১১ সালে তিনি ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টে ট্রেনিং হিসেবে যোগ দেন। তাঁর মিক্স কোরিয়ান সৌন্দর্য এবং অনবদ্য অভিনয় দক্ষতা শুরু থেকেই তাকে সবার চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। **জেনি।** কিম জেনি দক্ষিণ কোরিয়ার জমগ্রহণ করলেও, তাঁর বেড়ে ওঠার একটি বড় অংশ কেটেছে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে। সেখানে পড়াশোনা করার ফলে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর একটা গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। পরে তিনি গানের টানে কোরিয়া ফিরে আসেন

হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, লিসাই হলেন ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টের ইতিহাসে প্রথম নন-কোরিয়ান বা বিদেশি শিল্পী। তাঁর অসামান্য নাচ এবং স্টেজে আগুন বারানো পারফরম্যান্স দলের এনার্জি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা এবং সম্পূর্ণ আলাদা সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা এই চারজন তরুণীকে এক ছাদের নিচে এনে বছরের পর বছর ধরে অমানবিক পরিশ্রম করানো হয়েছিল। কোরিয়া, ইংরেজি, জাপানি থেকে শুরু করে থাই- একাধিক ভাষায় দক্ষ এই চার কন্যা যখন নিজেদের সবটুকু উজাড় করে ২০১৬ সালে ‘স্কয়ার ওয়ান’ অ্যালবামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন ইতিহাস



এবং ২০১২ সালে ট্রেনিং হিসেবে যোগ দেন। দলের মধ্যে সবচেয়ে স্টাইলিশ এবং র‍্যাপ করার অসামান্য দক্ষতার জন্য তাকে ‘ওয়াইজি প্রিন্সেস’ বলা হয়। **রোজে।** দলের মূল গায়িকা রোজের আসল নাম রোজ্যান পার্ক। তাঁর জন্ম নিউজিল্যান্ডে, কিন্তু তিনি বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। ২০১২ সালে সিডনিতে অনুষ্ঠিত ওয়াইজি-র একটি অভিশনে প্রায় ৭০০ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। গিটার হাতে তাঁর জাদুকরী কন্ঠস্বরই ব্ল্যাকপিন্কে‌র গানের মূল প্রাণভেমা। **লিসা।** দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য এবং মূল নৃত্যশিল্পী লিসার আসল নাম লালিসা মোনোবাল। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা থাইল্যান্ডে। ২০১০ সালে থাইল্যান্ডে হওয়া অভিশনে একমাত্র লিসাই নির্বাচিত

তৈরি হওয়াটা ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষ। এভাবেই চার দেশের চার সাধারণ মেয়ে মিলে তৈরি করলেন ‘ব্ল্যাকপিন্ক’ নামক এক জাদুকরী ব্র্যান্ড, যা আজ গোটা বিশ্বের যুবসমাজের কাছে এক আবেগের নাম।

নামের পেছনের আসল অর্থ এবং কঠিন লড়াই

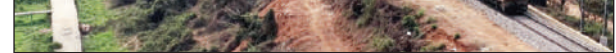
অনেকেই হয়তো ভাবেন যে ব্ল্যাকপিন্ক রাতারাতি তারকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত বিনোদন সংস্থা ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টের অধীনে আত্মপ্রকাশ করার আগে এই চারজন তরুণীকে দীর্ঘ চার থেকে ছয় বছর ধরে এক চরম অমানবিক রুটিনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রতিদিন প্রায় ১৪ ঘণ্টা করে নাচ, গায়ার এবং পারফরম্যান্সের কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হতো তাঁদের। মাসের

সুপারমডেলদের ওপরই ভরসা করতেন। কিন্তু ব্ল্যাকপিন্ক সেই অলিখিত নিয়ম ভেঙে চুরমার করে দিল।

তাদের মিউজিক ভিডিওগুলোতে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক এবং সাহসী পোশাকগুলো মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হতে শুরু করল। ডিজাইনাররা খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন যে, এই চার কন্যার বিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ অনুরাগী বা ‘ব্লিঙ্ক’ (ব্ল্যাকপিন্কে‌র ভক্তদের নাম) রয়েছে, তা যেকোনো হলিউড তারকার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। ফলে খুব বল্প সময়ের মধ্যেই চ্যানেল, ডিওর বা সেন্ট লরেন্টের মতো ঐতিহ্যে মোড়া ইউরোপীয় ফ্যাশন হাউসগুলো নিজেদের ব্র্যান্ডের চেহারা বদলাতে

অসম ও পশ্চিমবঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস ট্রেনগুলির অভূতপূর্ব সাফল্য ও যাত্রীদের প্রশংসা লাভ

মালিগাঁও, ২০ মেঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধীনে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশন থেকে আধুনিক ও যাত্রী-বান্ধব ‘অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস’ ট্রেনের প্রবর্তন ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এক বিশাল সাফল্যগাথা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা সারা দেশের যাত্রীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব ও বিপুল প্রশংসা লাভ করেছে। আসন পূর্ণতা ও আরের প্রভাবশালী পরিসংখ্যায়, ভ্রমণকারী জনসাধারণের মধ্যে এই সেবাগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, সশ্রমযোগ্যতা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নির্ভরযোগ্যতাকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস পরিষেবাগুলি, গুয়াহাটী, ডিব্রুগড়, আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ জলপাইগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলিকে ভারতের প্রধান শহরগুলোর সাথে সংযুক্ত করে, জানুয়ারি ২০২৬ থেকে চালু হওয়ার পর থেকে যাত্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। বেশ কয়েকটি পরিষেবায় যাত্রী-উপস্থিতির হার ১০০-এর অনেক অধিক নথিভুক্ত হয়েছে, যা এই ট্রেনগুলোর প্রতি বিপুল জনচাহিদা এবং যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান পছন্দের বিষয়টিকেই তুলে ধরে। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীক্ষেত্রের অধীনে অসম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ০৭ জোড়া অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস ট্রেন চলাচল করছে। এগুলির মধ্যে একটি ও রোহতকের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১৫৬৭১/১৫৬৭২, ডিব্রুগড় ও গোমতী নগরের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১৫৯৪৯/১৫৯৫০, আলিপুরদুয়ার জংশন ও এসএনডিটি নেকালুর্কর মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১৫৬৯৯/১৫৬৯৮, আলিপুরদুয়ার জংশন ও পনভেলের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১১০৬১/১১০৬২ এবং কামাখ্যা ও চার্লাপল্লীর মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১৫৬৭৩/১৫৬৭৪, নিউ জলপাইগুড়ি ও



তিকচিরাপল্লির মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ২০৬০৯/২০৬১০ এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও নাগেরকেইলের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ২০৬০৩/২০৬০৪ রয়েছে। এই সমস্ত পরিষেবা যাত্রীদের কাছ থেকে অত্যন্ত উৎসাহবাজ্ঞক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রেল যোগাযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে তুলছে। প্রধান সাফল্যগুলির মধ্যে, কামাখ্যা ও রোহতকের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নং. ১৫৬৭১/১৫৬৭২ ‘অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস’ যাত্রীদের কাছ থেকে উৎসাহবাজ্ঞক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, যার যাত্রী ব্যবহার হার ১৩৬ পর্যন্ত পৌঁছেছে। একইভাবে, ডিব্রুগড় ও গোমতী নগরকে সংযুক্তকারী ট্রেন নং. ১৫৯৪৯/১৫৯৫০ অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস একাধিক ট্রিপে ১৪০-এরও বেশি যাত্রী-উপস্থিতির উৎকৃষ্ট পরিসংখ্যায় নথিভুক্ত করেছে, যা এই পরিষেবার বিপুল জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আস্থা’রই প্রমাণ। এই সময়ের মধ্যে, অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেসের এই ট্রেনগুলি ১.৭৮ লক্ষেরও বেশি যাত্রী পরিবহন করেছে এবং ২৬ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে-যা এই পরিষেবাগুলির বৃহ সাফল্যকেই তুলে ধরে। বিশ্বযত্নেব সাধারণ যাত্রীদের জন্য ডিজাইন করা অমৃত ভারত ট্রেনগুলি আধুনিক অভ্যন্তরীণ সজ্জা, উন্নত সুযোগ-সুবিধা, প্রশস্ত বসার ব্যবস্থা এবং সশ্রয়ী ভাতার মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য বর্ধিত আরাম ও উন্নত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এই পরিষেবাগুলি কেবল যাত্রীদের সুবিধাই বৃদ্ধি করেছে না, বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দেশের বাকী অংশের মধ্যে সংযোগ মজবুত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন, পট্টন প্রসার এবং অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী-সুবিধার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং সুরক্ষিত, দক্ষ ও যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবা প্রদান করতে অঙ্গীকরবদ্ধ। অমৃত ভারত এক্সপ্ৰেস ট্রেনগুলির উল্লেখনীয় সাফল্য, ভারতীয় রেলওয়ের অভূতপূর্ব বিকাশ, আধুনিকীকরণ এবং সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য পরিবহনের দৃষ্টিভঙ্গিরই এক প্রতিফলন।

CHANGE OF NAME I, Mohammad Hujaifa Mandal (Old Name) S/O-Zakaria Mandal resident of Vill & Po-Barua, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Hujaifa Mandal to Hujaifa Mandal and henceforth I shall be known as Hujaifa Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2026. My name Hujaifa Mandal & Mohammad Hujaifa Mandal both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, IRFANA HAQUE W/O Md Imanrul Haque Residing at Block D, Flat-416, 67, Dr. Suresh Sarkar Road, Kolkata-700014 do hereby solemnly affirm and declare my actual name IRFANA HAQUE instead of IRFANA BAGUM which is wrongly recorded in my Driving Licence No. WB01 20000046826 vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 15.05.2026. That IRFANA HAQUE and IRFANA BAGUM both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Ajema Mandal, D/O- Sekh Hayat Ali residing at Vill- Baramuria, P.O.- Chakmuria, P.S.-Galsi, District - Purba Bardhaman, PIN-713406, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as AJEMA BEGAM vide affidavit No-2231 Dated-20/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. ThatAjema Mandal and Ajema Begam both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Shankar Das Saha, S/O- Rabindra Chandra Saha resident of Vill – Maheshganj Baganepara, Po-Maheshganj, PS-Nabardwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741315 do hereby declared that I have changed my wife name from Lalita Saha (Previous wife's name) to Mithu Das (new wife's name) and henceforth my new wife's name shall be known as Mithu Das in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2026. My wife's name from Lalita Saha (Previous wife's name) & Mithu Das (new wife's name) both are different person.
CHANGE OF NAME I, Sankar Das Saha (Old Name) S/O- Rabindra Chandra Saha resident of Vill – Maheshganj Baganepara, Po-Maheshganj, PS-Nabardwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741315 do hereby declared that I have changed my name from Sankar Das Saha to Shankar Das Saha and henceforth I shall be known as Shankar Das Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2026. My name Shankar Das Saha & Sankar Das Saha both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, SURJUL BIBI (old name) S/O-OMJAN DAFADAR RESIDENT VILL- Dakshin Patuli, P.O-Patuli PS- Purbashi Dist- Purba Bardhaman Pin-713512 do hereby declare that I have changed my name from SURJUL BIBI (old name) to SURJAHAN BIBI DAFADER (newcorrect name) and henceforth I shall be known as SURJAHAN BIBI DAFADER (newcorrect name) in all purpose, vide affidavit no.9027 sworn before the Executive Magistrate at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, on (Date-11/05/26) SURJAHAN BIBI DAFADER (newcorrect name) and SURJUL BIBI (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME I, RAMJAN DAFADAR (old name) S/O-AYNAL DAFADAR RESIDENT at VILL.- & P.O-Patuli,PS- Purbashi Dist- Purba Bardhaman Pin-713512 do hereby declare that I have changed my name from RAMJAN DAFADAR (old name) to OMJAN DAFADAR (newcorrect name) and henceforth I shall be known as OMJAN DAFADAR (newcorrect name) in all purpose, vide affidavit no.8844 sworn before the Executive Magistrate at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, on (Date-20/04/26) OMJAN DAFADAR (newcorrect name) and RAMJAN DAFADAR (Old Name) both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Amit Mundhra (old name) Son of Late Narayan Das Mundhra, residing at 26 P.K. Taghore Street, Beadon Street, Kolkata-700006, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Amit Mundhra (old name) to Amit Kumar Mundhra (new name) and henceforth I Shall be known as Amit Kumar Mundhra (new name) in all purpose, vide affidavit no-669, sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 16/05/2026. Amit Kumar Mundhra (new name) and Amit Mundhra (old name) both are same and one identical person.
--	---

CHANGE OF NAME I, Asutosh Sarkar (Old Name) S/O- Radhishyam Sarkar resident of Vill -Sajikuria, Po & PS- Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Asutosh Sarkar to Ashutosh Sarkar and henceforth I shall be known as Ashutosh Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2026. My name Ashutosh Sarkar & Asutosh Sarkar both are same and one identical person.	নাম পরিবর্তন যমার নাম হযরত সিরাজুল ইসলাম, পিতার নাম হযরত হিম্মতুলি, গ্রাম-পশ্চিম- অরুণপুর, থানা-বরগাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০২, বিজ্ঞ. অমর সর্কর নাম হয. হয সিরাজুল ইসলাম, পিতা- হয হিম্মতুলি, গ্রাম পশ্চিম- অরুণপুর, থানা- বরগাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০২ যমর পুত্রের নাম হয- হযরত যমর ইসলাম, পিতা- হযরত সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-পশ্চিম- অরুণপুর, থানা- বরগাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০১ বিজ্ঞ. যমর পুত্রের সর্কর নাম হয- হয যমর ইসলাম, পিতা- হয সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-পশ্চিম- অরুণপুর, থানা- বরগাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০২
CHANGE OF NAME I, Mostafa Sk S/O Ilyias Sk Residing at Vill-Jhawdang, P.O.-Rajarampur, PS-Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742151, do hereby solemnly affirm and declare my name and my father's actual name Mostafa Sk S/O Ilyias Sk instead of Md. Mostafa Seikh S/O Md Ilyias Ali vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Lalbagh, Murshidabad on 28.04.2026. That Mostafa Sk S/O Ilyias Sk and Md. Mostafa Seikh S/O Md Ilyias Ali all are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Moslem Maholder (Old Name) S/O- Rahaman Mahaldar Resident of Vill -Tikarbaria, Po-Faridpur, Sk-Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Moslem Maholder to Moslem Maholder and henceforth I shall be known as Moslem Mahaldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2026. My name Moslem Mahaldar & Moslem Maholder both are same and one identical person

৩ দিন চাক্কা জ্যাম, ঢুকবে না কোনও ট্রাক-গাড়ি! বড় সঙ্কটের মুখে গোটা দেশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ মেঃ আর ক’দিন পর থেকে টান পড়তে পারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগানো। দেশজুড়ে পণ্যবাহী পরিবহন সংগঠনের তরফে বৃহত্তর ধর্মঘটের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এর জেরে বসড়ত সঙ্কটের আশঙ্কা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগানো জানা গিয়েছে, আগামিকাল থেকে দিল্লি-এনসিআর এলাকায় শুরু হচ্ছে তিনদিনের ধর্মঘট। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দিল্লিগামী সব ট্রাক

থামিয়ে দেওয়া হবে। দিল্লি থেকেও দেশের অন্য প্রান্তে কোনও পণ্যবাহী গাড়ি যাবে না। এই ধর্মঘটের দিকান্ত নিয়েছে অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেস। সিদ্ধান্তেরে সর্মথন বিশাে ৬০টি পরিবহন অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিয়ন। পণ্যবাহী পরিবহনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের দাবি চাপানো, বিএস ফোর কমার্শিয়াল গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা সহ একাধিক ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পরিবহন সংগঠনগুলি। অল ইন্ডিয়া

গাড়ি গুলির যাতায়াতে ছাড় দেওয়া হবে। কী কী দাবি ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের? (১) দিল্লিমুখী পণ্যবাহী গাড়িতে যে সেস বৃদ্ধি করা হয়েছে, তা তুলে নিতে হবে। (২) দিল্লিতে রেজিস্টার নয়, এমন বিএস-৪ কমার্শিয়াল গাড়ির প্রবেশে তাকা হয় ‘হিউম্যান চাকান’ নামে। বিখ্যাত ফরাসি ব্র্যান্ড চ্যানেলের গ্লোবাল অ্যান্ডাসেডের হিসেবে জেনি তাঁর ক্লাসিক অথচ আধুনিক রূপ দিয়ে গোটা বিশ্বে মুগ্ধ করেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থার আরও গভীরে জাল পাতছিলেন ধৃত ‘এম স্যার’

নিট প্রশফাঁসের টাকায় তৈরি হচ্ছিল কলেজ?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ মেঃ আট একরের এক বিশাল জমি। তার ওপর মাথা তুলছে একের পর এক বহুতল ভবন। জোরকদমে চলছে নির্মাণকাজ। মহারাষ্ট্রের লাভুরের কোপেগাঁও শিভার এলাকার এই চত্বরটিই এখন প্রচারের আলেখ্য। সৌজনে, জাতীয় যোগ্যতা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা বা নিট প্রশফাঁস কেলেঙ্কারি। এই দুর্নীতির অন্যতম মূল মাথা তথা ‘রেনুকাই কেমিস্টি ক্লাসেস’-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবরাজ রঘুনান্ন মোতগাঁওকরের প্রেফতারির পর থেকেই এই বিপুল সম্ভাবিতর উৎস নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। শিক্ষামহলে যিনি ‘এম স্যার’ নামেও পরিচিত, তাঁর এই বিলাসবহুল ‘ড্রিম প্রজেক্ট’ দেখেই এখন চোখ কপালে উঠছে তদন্তকারীদের। স্রেফ কোটিং ক্লাসেই আটকে থাকতে চাননি তিনি। এই আট একর জমির ওপর এক বিশাল স্কুল এবং কলেজ খোলার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ফেঁদেছিলেন শিবরাজ। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, নিট প্রশ্ন ফাঁসের বিপুল কালো টাকা এই বড় প্রোজেক্টের মাধ্যমে সাদা করার চেষ্টা চলছিল? ওয়াকিবহাল মহলের আরও বড় এক দৃশ্টিভঙ্গির কারণ হিসেবে উঠে আসছে শিক্ষাব্যবস্থার আরও গভীরে ঢুকে গোপনে জাল বিস্তার করার এই প্রয়াস। শিবরাজ মোতগাঁওকরের কোটিং সাম্রাজ্য নেহাত ছোট

নয়। লাভুরের মূল শাখাটি ছাড়াও তার এই রেডিমেড কোটিং সেন্টারেরে আরও নয়টি শাখা রয়েছে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। এনডিটিভি সূত্রে খবর, লাভুরের ওই এলাকায় তখন দেখা যায় আট একর জমির মধ্যে প্রায় আড়াই একর জায়গা জুড়ে একটি পেল্লাই বহুতল ভবন ইতিমধ্যেই প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিশাল ফাঁকা জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই অসামাণ নির্মাণই জানান দিচ্ছে শিবরাজের উচ্চাচাঁপঙ্কার বহর। এই মুহূর্তে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করে কোটি কোটি টাকা হাতানোর যে মারাত্মক অভিযোগ শিবরাজের বিরুদ্ধে উঠেছে, তার সঙ্গেই কি জড়িয়ে রয়েছে এই স্কুল-কলেজ তৈরির কোটি কোটি টাকার ফাঁসিং? প্রশ্নবাহুর কারণ হিসেবে কি সাদা করা হচ্ছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে? গরু রবিয়ারই সিবিআই শিবরাজ মোতগাঁওকরকে গ্রেফতার



করে। তাঁর ডেরা ও সংশ্লগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হয় গত ৬ মে দেশজুড়ে হওয়া নিট পরীক্ষার একটি লিক হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র। সিবিআই-এর পেশ করা চার্জশিট ও বয়ান অনুযায়ী, নিট প্রশ্নপত্র চুরি এবং তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন যে শিবরাজকে হেফাজতে নেওয়ার সহযোগী সিবিআই আদালতকে জানিয়েছে, এক গভীর যডযন্ত্রের অংশ হিসেবে পরীক্ষা হওয়ার প্রায় ১০ দিন আগে, অর্থাৎ ২৬ এপ্রিলই শিবরাজের মোবাইলে পৌঁছে গিয়েছিল নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং তার সম্পূর্ণ উত্তরপত্র। শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই নয়, বিদেশের মাটি থেকেও এই চক্রের সহযোগী নড়ানো হয়েছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই-এর মুখপাত্র এক বিবৃতিতে

জানিয়েছেন, “শিবরাজ মোতগাঁওকর ন্যাশনাল স্টিং এজেন্সি বা এনটিএ-র ঘনিষ্ঠ তথা কেমিস্ট্রির অধ্যাপক পি ভি কুলকার্নির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিবরাজের বাড়ি এবং তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে আমরা কেমিস্ট্রির এমন একটি কামচেনে ব্যাক্স বা প্রশ্নগুচ্ছ উদ্ধার করেছি, যার সঙ্গে ৬ মে-র আসল নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে।” তদন্ত যত এগোচ্ছে, এই চক্রের জাল ততই ছড়াচ্ছে। সিবিআই সূত্রে খবর, দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুনে, লাভুর এবং অহলানাগর (আহমেদাবাদ) থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ১০ জন রাঘববোয়ালকে এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগেই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক পি ভি কুলকার্নি এবং বায়েলজির লেকচারার মণীষা মানসিংহ নামের দুই শিক্ষাবিদকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআই হেফাজতে থাকা মণীষা ওয়াঘমারে নামের এক মহিলার মাধ্যমেই এই দুই শিক্ষকের পরিসর হয়েছিল এবং তাঁরা এই প্রশ্নফাঁস র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন দেখার, ‘এম স্যার’ শিবরাজকে ধরো করে এই নিট কেলেঙ্কারির আর কোন কোন রাঘববোয়ালের নাম এবং কোন কোন বোনামি সম্পত্তির হাফিস পায় সিবিআই।

অনেকটাই কমল আইএসএল ফাইনালের টিকিটের দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মেঃ আগামীকাল ফরমাসালা আইএসএলের। কোন দল ট্রফি পাবে, তা জানা যাবে বৃহস্পতিবার, যখন কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইন্টার কাশীর মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও যুবভারতীতে মোহনবাগানের মুখোমুখি দিল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। তবে এই ম্যাচ শুরুৰ আগেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে লাল-হলুদের ম্যাচ নিয়ে। কারণ, এই ম্যাচে টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল আকাশছোয়া। শোনা গিয়েছিল, এই ম্যাচের জন্য টিকিটের দাম রাখা হয়েছিল হাজার টাকা। ভিআইপি টিকিটের দাম ছিল আরও বেশি। এই ঘটনা নিয়ে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কারণ, এটি ইন্টার কাশীর হোম ম্যাচ এবং এই ম্যাচে তাই টিকিটের আয়োজন করার দায়িত্বেও ইন্টার কাশী রয়েছে। তাই টিকিটের দাম বড় বেশি করার ফলে একপ্রকার নিক্ষেপ শুরু করেন লাল-হলুদ সমর্থক। ‘ইন্টার কাশী রোপ বুকে কোপ মারছে’, দাবি ছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের। এই ঘটনার জন্মই মঙ্গলবার দুই ক্লাব বৈঠক করেছিল। এর ফলেই সমাধানসূত্র বেরিয়ে এসেছে বলে খবর। সূত্র অনুযায়ী, প্রথমে ন্যূনতম টিকিটের দাম ১০০০ টাকা ধার্য করলেও, এই পদম কমানো হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল বনাম ইন্টার কাশীর টিকিটের দামগুলি হল- ৫০০, ১০০০, ১৫০০, ২৫০০ টাকা।

কজির চোটে উইম্বলডনেও নাম তুলে নিলেন আলকারাজ

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২০ মেঃ ফরাসি ওপেনের পর এবার উইম্বলডন থেকেও নাম তুলে নিলেন কালোস আলকারাজ। ডান কজির চোট এখনও পুরোপুরি না সারায় ঘাসের কোর্ট মরসুমে খেলতে পারবেন না বিশ্বের দু’নম্বর টেনিস তারকা। এর ফলে কুইন্স ক্লাব টুর্নামেন্টের পাশাপাশি এবারের উইম্বলডনেও দেখা যাবে না তাঁকে। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে নিজেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন আলকারাজ। লিখেছেন, ‘রিকভারি ভালই এগোচ্ছে। আগের থেকে অনেক সুস্থ অনুভব করছি। কিন্তু এখনও প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নই। সেই কারণে কুইন্স এবং উইম্বলডন থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। দুটো টুর্নামেন্টই আমার কাছে খুব স্পেশাল। খুব মিস করবো।’ এরাপরে চিকিৎসকদের পরামর্শে ফরাসি ওপেন থেকেও নাম তুলে নেন স্প্যানিশ তারকা। প্রসঙ্গত, রোলাঁ গারোজে আলকারাজ দু’বারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। সবচেয়ে কম বয়সে গড়েছিলেন এই নজির। কিন্তু এরপর থেকে চোটের ঝুঁকি ধাপে ধাপে তাঁর মরসুম থমকে দিল। যার ফলে এ বছর পুরো ঘাসের কোর্ট মরসুমের পাশাপাশি ক্রে কোর্ট সিজনের বড় অংশ থেকেও বাইরে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। আলকারাজের অনুপস্থিতিতে ইয়ানিক সিনারের পায়া বারো! ইতালির তারকা গত মাসেই আলকারাজকে সরিয়ে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছেন। সাম্প্রতিক ফর্মও ভয়ঙ্কর। শেষ ছ’টি মাস্টার্স ১০০০



অনেকটা ওপেন। নোভাক জকোভিচদেরও সুযোগ বেশ থাকিন্কা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ৩৯ বছরে পা দিতে চলা সার্বিয়ান তারকা নিজেও অবশ্য চোট সমস্যায় ভুগেছেন। কিন্তু বয়স বাড়লেও উইম্বলডনে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ এই মঞ্চের অন্যতম ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকের মতে, আলকারাজ বা সিনার ছাড়া কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ড্র স্বাভাবিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। গত বছর তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন দু’জন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এখন পুরুষ টেনিসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আপাতত সব আলো সিনারের দিকে ঘুরে গেলেও তাড়াহুড়ো নয়, দীর্ঘ কেরিয়ার বাটানোই আলকারাজের স্পষ্ট লক্ষ্য।

মানসিক সমস্যায় ভুগেই টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন?

বিশ্ফারক স্বীকারোক্তি বিরাট কোহলির

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২০ মেঃ এখন তিনি মূলত একটি ফরম্যাটেই খেললেও, একসময় তিন ফরম্যাটেই দাপিয়ে খেলেছেন বিরাট কোহলি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তরুণদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, শুধু আইপিএল নিয়ে ভাবলে চলবে না, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনটি ফরম্যাটেই খেলার লক্ষ্য রাখতে হবে। একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, কেরিয়ারের এক পর্যায়ে মানসিক চাপে ভুগেছিলেন। যা তাঁকে ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত করে তুলেছিল। আর সেই কারণেই ধীরে ধীরে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আরসিবি’র এক অনুষ্ঠানে কোহলি বলেন, “এটা খুবই বড় চিন্তা। কারণ যখন একটি ফরম্যাট খেলে আপনি দ্রুত প্রচার এবং স্বীকৃতি পান, যখন ২০ বলে ৪০-৫০ রান করলেই খ্যাতি এবং অর্থ চলে আসে, তখন সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার মানসিকতা চলে আসা খুব স্বাভাবিক।” তাঁর মতে, শুরুতেই ঠিক করে নিতে হবে, আপনি কি শুধুই ছোট ফরম্যাটে সফল হতে চান, না কি দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট দুনিয়ায় নিজের ছাপ রাখতে চান। “আপনি বলতে পারেন, বেশি চাপ নিতে চাই না। মাঠে নেমে শুধু বল উড়িয়ে দিতে চাই। আমার আপনি এটাও বলতে পারেন, আমি ১৫-২০ বছর ধরে খেলতে চাই। গোটা ক্রিকেটরিশ্বের স্বীকৃতি এবং সম্মান পেতে চাই।” বলেন কোহলি। কোহলি মনে করেন, শীর্ষে পৌঁছতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, দরকার শৃঙ্খলা ও মানসিক দৃঢ়তা। তাঁর সংযোজন, “ওটা একটা



আধুনিক ক্রিকেটারদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করলেও তিনি সতর্ক করেছেন বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে। “এখনকার ক্রিকেটারেরা বড় শট খেলতে পারেন। কিন্তু সব সময় বাউন্ডারি হাফিয়ে তো ম্যাচ জেতা যায় না। কঠিন পিচে, ২-৩ উইকেট পড়ে গেলে ১৭৫-১৮০ রান তাড়া করার দক্ষতাও থাকতে হবে। যদি বাউন্ডারি না মারতে পারেন,

তাহলে দৌড়ে রান নিয়ে দলকে জেতাতে হবে।” মন্তব্য প্রাভান অধিনায়কের। অধিনায়কত্ব ছাড়ার প্রসঙ্গেও নিজের মনের কথা খুলে বলেছেন কোহলি। “আমি তখন দলের ব্যাটিংয়ের মুখ ছিলাম। পরে নেতৃত্বের মুখ হয়ে গেলাম। বুঝতেই পারিনি এই চাপ আমাদের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে। শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল, অধিনায়কত্ব ছাড়ার সময়ে আমার মধ্যে কিছুই বাকি ছিল না।” তিনি আরও বলেন, “আপনি রান না পেলেও দল জিতলে প্রশ্ন উঠবে। আপনি ভালো খেললেও দল হারলে প্রশ্ন উঠবে। দুটো বিষয় নিয়েই সব সময় ভাবতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।” কোহলির কথায়, “আমি তখন দলের ব্যাটিংয়ের মুখ ছিলাম। পরে নেতৃত্বের মুখ হয়ে গেলাম। বুঝতেই পারিনি এই চাপ আমাদের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে।” এই চাপের মধ্যেই তিনি ভুগেছিলেন ‘ইমপস্টার সিনড্রোম’। এটা এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে নিজের দক্ষতা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়। “সব সময় মনে কাটিয়ে উঠতে পাশে পেয়েছিলেন রাহুল ড্রাবিড ও বিক্রম রাঠোরকে। ‘রাহুল ভাই বুঝেছিল বিষয়টা। ওর নিজেরও এমন অভিজ্ঞতা ছিল। বিক্রমও পাশে ছিল। ওদের সাহায্যেই আমার ক্রিকেটটা উপভোগ করতে শুরু করি।”

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশ

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২০ মেঃ পাকিস্তানকে ঘরের মাঠে ২-০ ব্যবধানে হারাল বাংলাদেশ। শুধু সিরিজ জয় নয়, এই ফলাফল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকাতেও লক্ষণীয় পরিবর্তন আনল। সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টে ৭৮ রানে জয়ের পর বাংলাদেশ উঠে এল পঞ্চম স্থানে। আর একধাপ নেমে ছয়ে চলে গেল ভারত। নাজমুল হোসেন শান্তর দল এখন চার ম্যাচে ৫৮.৩৬ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে। টিম ইন্ডিয়ার পয়েন্ট শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৮.১৫। ফলে ক্রমতালিকায় ভারত আপাতত বাংলাদেশের নীচে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের অবস্থা আরও খারাপ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর এবার বাংলাদেশের কাছে চুনকায়ের লজ্জা! যার জেরে বার আজমরা নেমে গিয়েছেন আট নম্বরে। পয়েন্ট শতাংশ মাত্র ৮.৩৬। পাকিস্তানের নীচে রয়েছে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্টের পঞ্চম দিন পাকিস্তানের স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ৩১৬। জয়ের জন্য প্রয়োজন ১২১ রান। হাতে তিন উইকেট। ক্রিজে মহম্মদ রিজওয়ান ও সাজিদ খান। কিন্তু আজ, বুধবার সকালে, বাংলাদেশে ম্যাচ শেষ করতে বেশ সময় নেয়নি। মাত্র ৪২ রান যোগ করার পরেই পাকিস্তানের শেষ তিন উইকেট পড়ে যায়। নায়ক তাইজুল ইসলাম। বাঁ-হাতি স্পিনার ৩৪.২ ওভারে ১২০ রান দিয়ে ছিটকে দিল ৬ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি একা হাতে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রথম ইনিংসেও উজ্জ্বল তাইজুল। নিয়েছিলেন ৩ উইকেট। সকালে প্রথম ধাক্কা



দেন সাজিদ খানকে ফিরিয়ে। ২৮ রান করে আউট হন সাজিদ। রিজওয়ানের সঙ্গে তাঁর ৫৪ রানের জুটি ভাঙতেই পাকিস্তানের লড়াই কার্যত শেষ। আজ মহম্মদ রিজওয়ান একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৬৬ বলে ৯৪ রান করেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটার। দিনের শুরুতে নাহিদ রানাকে টানা দুটি বাউন্ডারি মেরে চাপ তৈরির চেষ্টা চালান। কিন্তু শরিফুল ইসলামের বলে গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরতেই খেলা পুরো বাংলাদেশের দিকে হেলে যায়। পরের ওভারে খুররম শাহজাদকে শূন্য রানে আউট করে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টানেন তাইজুল। জয়ের লক্ষ্য ছিল ৪৩৭ রান। পাকিস্তান অলআউট ৩৫৮ রানে। সিরিজ জয়ের আসল তাৎপর্য ৮৩৭ রান। পাকিস্তান মার্টিতে এই প্রথম পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে চূরমার করল বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালে পাকিস্তানের মার্টিতে ২-০ জয়ের পর এবারও একই ব্যবধানে জিতে নিল তারা। অর্থাৎ, টানা দ্বিতীয়বার পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ। সাফল্যের বেশপাশে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিম। দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে লিটন করেন ১২৬। দ্বিতীয় ইনিংসে মুশফিকুরের ১৩৭ রান বাংলাদেশকে বড় লিড এনে দেয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলের শীর্ষে এখনও অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৮৭.৫০। এরপর রয়েছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যানচেস্টার সিটির হোঁচটে চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল

শিরোপা লড়াইয়ে টিকে থাকতে জিততেই হতো ম্যানচেস্টার সিটির। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর, মরিয়্যা হয়ে চেষ্টা করল তারা। সুযোগ পেল ঢের, শেষ সময়ে গিয়ে একটি গোলও পেল দলটি। কিন্তু তা যথেষ্ট হলো না। তাদের হোঁচটে ২২ বছরের খরা ঘুচিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতল আর্সেনাল।

সংবাদ সংস্থা, ডরসেট, ২০ মেঃ ভাইটিগিটি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে শিরোপা পুনরুদ্ধারের আশা শেষ হয়ে গেল পেপ গুয়ার্দিওলার দলের। হিলি জুনিয়র কোপির গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, সমতা টানেন আর্লিং হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগে গত মরসুমে এই মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল সিটি। এবার স্কোরলাইনে হার এড়াতে পারলেও, এই ড্র তাদের জন্য অনেক বড় হতাশার। খুব কাছে গিয়েও যে আরেকটি ট্রফিতে চুমু আঁকা হলো না। আগের দিন বার্নলিকে হারানোর পর, আর্সেনাল কোচ নিকেল আর্ন্তেতা কোনো রাখঢাক না করেই বলেন, সিটির বিপক্ষে ম্যাচে তিনিই বোর্নমাউথের ইতিহাসের ‘সবচেয়ে বড় সমর্থক’ থাকবেন। তার চাওয়া পূরণ হলো, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা ফুরাল আর্সেনালের। এর আগে সবশেষ ২০০৩-০৪ মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ‘গানার’ খ্যাত দলটি। ৩৭ রাউন্ড শেষে ২৫ জয় ও সাত ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা নিশ্চিত হলো আর্ন্তেতার দলের। ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে সিটি। ম্যাচ শুরুর আগের মুহূর্তে ডিভি ক্যামেরায় ধরা পড়লেন এক সিটি সমর্থক, যিনি এক টুকরো কাপড়ে ‘পেপ স্টে (পেপ গুয়ার্দিওলা থাকুন)’ লিখে উচিয়ে ধরেন। দুই দিন ধরে ইংলিশ গণমাধ্যমে খবর আসছে, আগামী রবিবার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে



যার রূপকার এই স্প্যানিশ কোচ। যদিও এই হোঁচটে এখানে তার একদম শেষটি শিরোপায় রাঙানো হচ্ছে না। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই ডি-বক্সে ভালো পজিশনে বল পান জেরেমি ডোকু, কিন্তু তার দুর্বল শট গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে

কঠিন কোনো পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি সিটি। এমনকি, তারা লিগে ১৬ ম্যাচে অপরাধিত থেকে খেলতে নামা বোর্নমাউথের জমাট রক্ষণই ভাঙতে পারলি না। উল্টো ৩৯তম মিনিটে প্রতিপক্ষের এক পাল্টা আক্রমণে পিছিয়ে পড়ে সিটি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতা টানার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হতাশ করেন নিকো ও’রাইলি। হলান্ডের পাস ডি-বক্সে পান তিনি, সামনে একমাত্র বাধা ছিলেন গোলরক্ষক তরুণ ইংলিশ ফরোয়ার্ডের শট ঠেকিয়ে দেন তিনি। ৫১তম মিনিটে আবার গোল

খেতে বসে সিটি। তবে এভানিলসনের শট আটকে বাবধান বাড়তে দেননি জানলুইজি দোমারুম্কা। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে জয় নিশ্চিত করার দারুণ সুযোগ পান ডেভিড ব্রুকস, কিন্তু ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও দুর্বল শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। পরের মিনিটে আবারও দোমারুম্কাকে একা পান ওয়েলসের এই উইম্বার, এবার তিনি মারেন পোস্টে। যোগ করা সময়ের কয়েক মিনিটে যেন শেষ রান্না। দিতে আরও মরিয়্যা হয়ে ওঠে সিটি। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে রড্রি কাউলের শিকার হওয়ায় ফ্রি কিক পায় তারা। ফ্রি কিক রক্ষণ দেয়ালে বাধা পেলেও, আক্রমণ জইয়ে থাকে, এবং পরের মুহূর্তে রড্রির শট বাধা পায় পোস্টে। এরপরও বল থাকে সিটির পক্ষে। জোরাল শট নেন হলান্ড, বল দূরের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে লুটোপুটি খায়। কিন্তু তাদের কারো মুখে কোনো হাসি ছিল না, সময় যে ঘুরিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত হলান্ডদের মুখে হাসি আর ফেরেনি। এই ড্রয়ে ১২৭ বছরের ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় খেলা নিশ্চিত হয়েছে বোর্নমাউথের। আগামী মরসুমে অন্ততপক্ষে ইউরোপা লিগে খেলবে তারা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনাও তাদের টিকে আছে এখনও। টানা ১৭ ম্যাচ ধরে অপরাজিত দলটি ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে যষ্ঠ স্থানে।

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ ● ষষ্ঠ সংখ্যা ● ১ মে ২০২৬

লিভার

সুস্থ

রাখতে

- বঙ্গোড়-বড়র-বল-স্টেট
- হার্টের-ডাক-বদি-স্বাস্থ্য-ইন্ড
- নববর্ষে-ইন্টার-অর্থ-কি-বিদ্যার-জানক
- গার্লি-ক্যান্সারের-চিকিৎসা-রোরোটিক-সজ্জার-ভূমিকা
- ডিম্বাশ্র-বুদ্ধি-ভে-আলো-আসসহন-ইন-চিকিৎসা-সকল-অ-অই-ভি-এক
- বিপদ-থেকে-সাবধান
- সিলভার-মানসার
- ইন্ডিয়-কে-অন-করতে
- অসুখ-দোষ
- অসুখ-সমস্যার-জীনসার
- প্রকৃত-স্বাস্থ্য-কর-পদার্থ
- অই-ভি-এক-প্রতির-ওকন

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন